স্বাধীনতার দিন যে এমন স্বাদহীন হয়ে উঠবে আমার কাছে এ বছর, আগে তা কে ভাবতে পেরেছিল ?

যে আমি নাকি চিরকাল পরের বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি, ভুলেও কাকেও কোনদিন নিজের বাড়িতে খেতে ডাকি না, ভাগ্যের বিপাকে সেই আমার বাড়িতেই আজ বিরাট ভোজের ব্যাপার !

কিন্তু আসন্ন এই ভোজসূয় যজ্ঞের ভোজপুর থেকে এখনই আমাকে পালাতে হবে।

সূর্য্যি না উঠতেই, তার ঢের আগেই, ঘুম থেকে উঠেছি আজ। দাড়িটাড়ি কামিয়ে তৈরি হয়েছি, এখন ব্যাগটা গুছিয়ে নিলেই হয়। নিমন্ত্রিতরা আসছেন সবাই, কিন্তু মা-কালীর দিব্যি, তাঁদের কাউকেই আমি নেমন্তন্ন করিনি। তাঁরা এসে পৌঁছবার আগেই আমাকে তাই সুদূরপরাহত হতে হবে। আমার ভাই সতুর কাছে ঘাটশিলা, কি, আমার বোন ইতুর কাছে পাটনার দিকে গতি করতে হবে আমার। বাড়ির সদরে তালা লাগিয়ে টু-লেট লট্‌কে দিয়ে পালাতে হবে এখান থেকে। সটকে পড়ব এখুনি।

এখন, সেদিন যে ভাবে শুরু হল এই নেমন্তন্ন-পর্বটা……

সন্ধেবেলায় ঘরে বসে আছি, টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং !

'হ্যালো হ্যালো !' সাড়া দিলাম আমি।

'প্রতুলবাবু, ধন্যবাদ!'

'অ্যাঁ?'

'আপনার আমন্ত্রণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যাব যাব, আপনার নতুন বাড়িতে যাব বইকি।' জানালেন ধন্যবাদদাতা।—'সপরিবারেই যাব আর পেট ভরে খেয়ে আসব। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।'

'যত খুশি খান, খান গিয়ে প্রতুলবাবুর বাড়িতে, কিন্তু এটা প্রতুলবাবুর বাড়ি নয়' বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই তিনি ফোনটা কেটে দিয়েছেন।

খানিক বাদেই আরেকটি উৎফুল্ল কণ্ঠঃ 'দিনটা খাসা বেছেছো হে! স্বাধীনতা দিবসেই তো এমনটা চাই। এই রকম ভূরিভোজের ব্যবস্থা।'

'কে আপনি?'

সে কথায় কান না দিয়ে ভদ্রলোক বলেই চলেন—'লেট করে যাব না, পেট ভরে খাব। খেয়ে গড়াবো তোমার বাড়িতেই। ঢালাও বিছানার ব্যবস্থা রেখো কিন্তু।'

বলে আমাকে দ্বিরুক্তি করার অবকাশ না দিয়ে তিনিও ফোনটা রেখে দিলেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে আবার এক ফোন এল।

'হ্যালো প্রতুলচন্দর।'

'আজ্ঞে আমি প্রতুল নই।' বলতে হল আমায়।

'প্রতুলকে একটু ডেকে দিন না দয়া করে।'

'প্রতুল কে?'

'হ্যাঁ, প্রতুলকেই তো ডাকতে বলছি। সে কি বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে?'

'না, বেরয়নি। ঢোকেওনি কোনদিন এ বাড়িতে। তাকে আমি চিনিই না।'

'কী আশ্চর্য! আপনি কে তাহলে?'

'আমি প্রতুল নই।'

'তাহলে প্রতুল এলে তাকে বললেন.....'

'প্রতুল আসবে না। আসে না এখানে। ভবিষ্যতেও কোনদিন আসবার নয়। অতএব তাকে আমি কিছু বলতে পারব না।'

'এলে বলবেন যে.....'

'বললাম তো আসার কোন সম্ভাবনাই নেই তার.....'

'এই কথাটা বলবেন কেবল যে তার নেমন্তন্ন আমরা পেয়েছি। শনিবার দিন সবাই আমরা যাব.....'

তারপর আধঘণ্টা আমি বিমূঢ় হয়ে কিংকর্তব্য ভাবতে লাগলাম। ভাল বিপদে পড়া গেল তো প্রতুলকে নিয়ে। কে এই প্রতুল? তাকে তো আমি চিনিনে। দেখিওনি কস্মিনকালে। নামও শুনিনি কখনো তার।

আবার এল ফোন। কান পাততেই আওয়াজ পেলাম—'সাধুবাদ দিই তোমায় ভায়া!'

'এত লোককে বাদ দিয়ে হঠাৎ কেন এই অধমকেই...?'

'দেব না ? এই আক্রার বাজারে কে কাকে খাওয়ায় বলো ? এমন দুর্দিনেও যে তোমার বন্ধুদের তুমি মনে রেখেছো···নতুন গৃহপ্রবেশের দিনটায়...'

'কাকে বলছেন বলুন তো ?'

'কেন, তোমাকে ? তোমাকেই তো।' বলে বোধহয় তাঁর কোথায় খট্‌কা লাগে···'তুমি কি···আপনি কি প্রতুল নন ?'

'একদম না।'

'সে কি তাহলে বাইরে ?'

'একেবারে। সম্পূর্ণভাবে। সর্বপ্রকারে। আমার ধারণা আপনি রং নম্বরে ফোন করেছেন।'

'মাপ করবেন। আমি আবার চেষ্টা করব তাকে ধরবার।'

নিশ্চিন্ত হয়ে রিসিভার তুলে রাখলাম।

কিন্তু একটু পরেই ফের কিড়িং কিড়িং···

'হ্যালো, এটা কি একশ চৌত্রিশ নম্বর ?'

'সেই বাড়িই বটে।'

'আর ফোন নম্বর ছয় নয় নয় ছয় নয় নয় ?'

'নয় কে বলেছে ?'

'তাহলে প্রতুলকে একবারটি দয়া করে ডেকে দিন না !'

'প্রতুল আমার ডাকে সাড়া দেবে না। সে এখানে থাকে না। একটু আগেই তো বলে দিয়েছি আপনাকে।'

'সে কী ! তার কার্ডে এই তো বাড়ির ঠিকানা আর ফোন লেখা আমার হাতেই তো কার্ডখানা। তার কার্ডে আপনার নম্বর ঠিকানা এল কেন তাহলে ?'

'সেকথা প্রতুলবাবুকেই জিজ্ঞাসা করবেন। তার কৈফিয়ৎ আমি কি দেব ? আচ্ছা, নমস্কার।'

তারপর আবার এল ফোন। আমি আর তুললাম না। বাজতেই লাগল ফোনটা।

কিন্তু কাহাতক আর বাজনা শোনা যায় ? তুলতেই হলো এক সময়ে—

'হ্যালো।'

'হ্যালো। আমি নীলিমা।' সুমধুর কণ্ঠে জানাল একজন।

'দেখুন ডালুপালুরাও যেতে চাইছে, নিয়ে যাব কি ?'

'ডালুপালুরা কে ?'

'বারে ! আমার বোনঝিদের আপনি চেনেন না নাকি ? ভারী আব্দার ধরেছে প্রতুলকাকুর নতুন বাড়িতে তারাও যাবে শনিবার দিন···'

'আসুন নিয়ে।' বলে দিলাম। মেয়েদের বিমুখ করতে আমার বাধে। ডালপালা শাখাপ্রশাখা সবাইকে নিয়ে আসুন।'

কদিন ধরে কেবল এই ধরনের ফোন এল। তারপর একদিন পাল্টালো ধারাটা নতুন পালা শুরু হলো তখন।

'হ্যালো··· ব ঘাগার আড়ত থেকে বলছি, শনিবার সকালেই পেঁছে যাবে আমাদের ম .....আপনার বাড়িতেই পেঁছে দেব।'

'কীসের মাল?'

'যেমনটি অর্ডার দিয়েছেন। পনের কিলো পোনা, দশ কিলো ইলিশ আর পাঁচ কিলো ভেটকি মাছ—ফিশ ফ্রাইয়ের জন্যে···গলদা চিংড়িও চাই নাকি?'

'আজ্ঞে না।'

'কন্তু দেখুন দরটা দশ টাকা করে কিলো পড়বে কিন্তুক্।'

'কিন্তু কেন এভাবে কিলোচ্ছেন আমাকে বলুন তো।'

'কিলোবার কথা কী বলছেন! বাজারদর এই তো আজকাল। সরকারের বাঁধা দরের কথা বলছি না...সে দরে কি আর মাছ মেলে কোথাও? বেসরকারী বাজারে, বলুন, এর চেয়ে কমে কি পাবেন আপনি?'

খানিক পরের অপর এক ফোনে...

'হ্যালো, আমরা গঙ্গারাম অ্যান্ড সন্ মানে, মিষ্টির দোকান থেকে বলছি...।'

'গাঙ্গুরাম!' শুনেই আমার জিভে জল এসে গেল।

'গাঙ্গু নয়, গঙ্গা। শুনুন, আপনার অর্ডার আমরা পেয়েছি। যথাকালেই, মানে, শনিবার সকালেই আমাদের সন্দেশ আপনার বাসায় পেঁছে যাবে'

'কী কী সন্দেশ?' শনিবার সকালে আমার গঙ্গাযাত্রার খবরটা বিশদ করে নিতে হয়।

'নরম পাক, কড়াপাক, দই, রাবড়ি, রাধাবল্লভী, ক্ষীরমোহন, ছানার পোলাও আর মিহিদানার পায়েস...'

আয়েস করে শুনছিলাম, শোনাতেও কিছু কম সুখ নেই। কিন্তু ধাক্কা এলো তারপরেই—'দামটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে দিতে হবে প্রতুলবাবু! ডেলিভারি এগেনস্ট্ ক্যাশ! চেক টেক নয়।'

'দেখুন আমি প্রতুল নই। তাছাড়া আমার টাকাকড়িও খুব অপ্রতুল...'

'কী বলছেন! আপনাকে আমরা চিনিনে মশাই! আপনি আমাদের পুরনো খদ্দের। আপনার বোনের বিয়েয়, বাপের ছেরাদ্দে কারা মেঠাই যুগিয়েছিল? এইতো সেদিন আপনার ভাগনির পাকা দেখায় আমরাই মিষ্টি দিয়েছি। কী যে বলেন! আপনার আবার টাকার অভাব।'

তারপর থেকে সব কিলোমিটার। একে একে চালওলা, তেলওলা, চিনিওলা, ডিমওলা, মাখনওলা—সবাই সাক্ষাৎ কালোবাজারের—সবাইকে ধরতে হল পরম্পরায়। অবশেষে গতকাল রাত্তিরে...আনকোরা এক গলা পাওয়া গেল ফোনে।

'হ্যালো। ছয় নয় ছয় নয় নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। নয় ছয়ই ত।'

'আমাকে মাপ করবেন মশাই। আপনাকে আমি চিনিনে। নামও জানিনে আপনার...।'

আমার নাম জানালাম।

'অদ্ভুত নাম তো। কখনো শুনিনি এমন নাম। আমি প্রতুল।'

'ও! আপনি!' চমকে উঠতে হল আমায়।

'দেখুন ভয়ংকর একটা ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। ভুলটা আবার আমারও নয়। ছাপাখানার। ছাপাখানার ভূতের কথা নিশ্চয় জানা আছে আপনার।'

'ছাপাখানার ভূত!'

'হ্যাঁ, ছাপাখানার ভূত। তার কথাই বলছি। এক ছাপাখানায় আমার নেমন্তন্ন পত্র ছাপতে দিয়েছিলাম। কতকগুলো পোস্টকার্ড কেবল। সেখানে হয়ত আপনিও ভুল করে আপনার লেটার প্যাড ছাপতে দিয়ে থাকবেন। যাক্, কি করে ভুলটা হয়েছে বলতে পারব না। আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বর হয়তো তাদের কম্পোজ করা ছিল, ছাপাখানার ভূতমশাই সেটা আর বরবাদ না করে আমার কার্ডেও তাই বসিয়ে দিয়েছেন। ফলে...'

এই পর্যন্ত বলে তিনি আর ভাষা খুঁজে পান না।

'ফলে বলাই বাহুল্য।' আমাকেই বলতে হল।

'সবাই আপনাকেই ফোন করে করে খুব বিরক্ত করছে বোধহয়?'

'বেশি নয়। মাত্র বাহান্ন জন। তার মধ্যে নীলিমা আবার ডালুপালুকে নিয়ে আসতে চেয়েছে।'

'আনুক গে। কিন্তু সে কথা নয়। কথা এই, দই মাছ মিষ্টি সবকিছুই তো আপনার বাড়িতে গিয়ে পড়েছে। নিমন্ত্রিতরাও সবাই গিয়ে পৌঁছচ্ছেন কাল। স্বভাবতই তাঁরা সবাই সেখানে আমাকে আশা করবেন কালকে...'

'স্বভাবতই।'

'অতএব আপনি যখন এত কষ্টই করলেন, এতটা অর্থ ব্যয়, এতখানি ত্যাগ স্বীকার করলেন যখন, তখন বলছিলাম কি, বোঝার ওপর শাকের আঁটি হিসেবেই বলছিলাম—'

আবার তিনি চুপ।

'বলে ফেলুন। বাধা কীসের?' অগত্যা প্ররোচিত করতে হল আমাকে।

'একটা কথা বলছিলুম কি, দেখুন আপনি যখন এতজনাকেই ডাকছেন তখন আমাকে বাদ দিয়ে আর আপনার কি সাশ্রয় হবে? যাহা বাহান্ন তাহা তেপ্পান্ন! মানে, তখন আমার পরিবারের কটা লোক আর বাকি থাকে কেন? আমার বাড়ির মানুষ খুব বেশি নয়—ডজন খানেক মাত্তর। তাদেরকেও আমার সঙ্গে নেমন্তন্ন করে ফেলুন তাহলে। কি বলেন? যাহা তেপ্পান্ন তাহা পঁয়ষট্টি!'

'তাহা পঁয়ষট্টি? বেশ তবে তাই হোক!' আমি তথাস্তু করে দিলাম।

তাই হল শেষ পর্যন্ত। পঁয়ষটি দিতে হচ্ছে এখন আমায়!

Jaha Bahanno by Shibram Chakrabarti

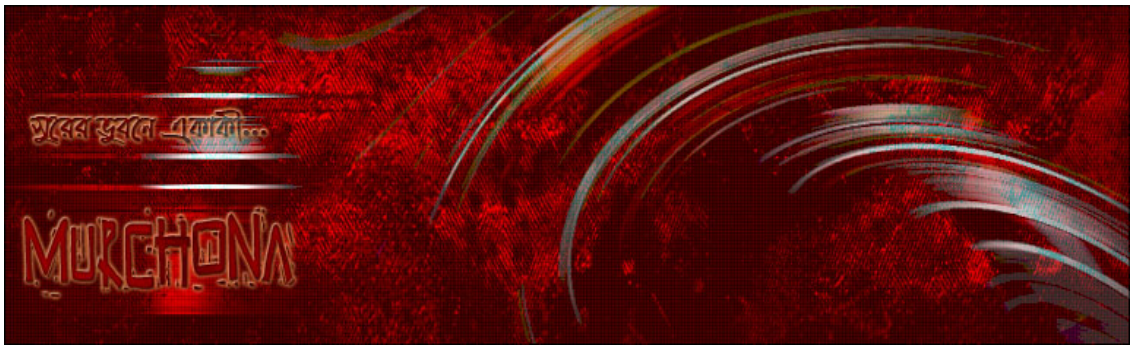

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com